` সুজন বন্ধু’ কেন্দ্রীয়

আহ্বায়ক নির্বাচিত হলেন মেহেরপুরের পলাশ

সুজন – সুশাসনের জন্য নাগরিক এর সহযোগী অঙ্গ সংগঠন ও তারুণ্যের প্ল্যাটফর্ম সুজন বন্ধু-এর কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছেন মেহেরপুরের তরুণ সমাজকর্মী ফিরোজ আহম্মেদ পলাশ।

গত শুক্রবার অনুষ্ঠিত এক অনলাইন সভায় সাবেক সুজন বন্ধু আহ্বায়ক মোস্তাফিজুর রহমান স্বজলের সভাপতিত্বে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন, সুজনের অফিস স্টাফ স্বজল কোরায়েশি এবং The Hunger Project Bangladesh-এর ট্রেনিং ইউনিটের তুহিন আফসারি।

সভায় দেশের ১০টি অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। পরে তাদের মতামতের ভিত্তিতে ফিরোজ আহম্মেদ পলাশকে কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। প্রতিনিধিরা জানান, তরুণ নেতৃত্ব, সাংগঠনিক দক্ষতা এবং দীর্ঘদিনের সামাজিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততার কারণেই তাকে এ দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

জানা গেছে, ফিরোজ আহম্মেদ পলাশ ২০১৪ সাল থেকে বিভিন্ন সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকে সমাজসেবা ও মানবিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন। দেশের বিভিন্ন সংকটকালীন সময়ে তিনি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। করোনাকালীন সময়েও তিনি অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এছাড়া ২০২৪ সালের ভয়াবহ বন্যার সময় খাদ্যসামগ্রী নিয়ে বন্যাকবলিত মানুষের কাছে পৌঁছে সহায়তা করেছেন।

তিনি পূর্বে The Hunger Project Bangladesh-এর অঙ্গ সংগঠন ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশের মেহেরপুর জেলা কো-অর্ডিনেটর, যশোর অঞ্চলের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী এবং জাতীয় ফোরামের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও তিনি বসুন্ধরা শুভসংঘ-এর মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক এবং Democracy International-এর মেহেরপুর জেলা কমিটির সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

সামাজিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি তিনি দীর্ঘদিন ধরে রক্ত সংগ্রহ ও

অসুস্থ রোগীদের রক্ত সংকট নিরসনে কাজ করে যাচ্ছেন। স্থানীয় বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে মানবিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার কারণে তিনি এলাকায় “মানবতার ফেরিওয়ালা” হিসেবেও পরিচিত।

নবনির্বাচিত আহ্বায়ক ফিরোজ আহম্মেদ পলাশ জানান, সুজন বন্ধু হলো সুজন – সুশাসনের জন্য নাগরিক-এর তরুণদের প্ল্যাটফর্মভিত্তিক একটি অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এই সংগঠনের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং জেলা পর্যায়ের ইউনিটগুলোকে সংগঠিত ও নেতৃত্বদানের মাধ্যমে তরুণদের সামাজিক উন্নয়ন, সুশাসন ও মানবিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য কাজ করবেন।

তার এ অর্জনে মেহেরপুর জেলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও তরুণ সমাজের মাঝে আনন্দ ও গর্বের অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে।

হতাশা আর দুশ্চিন্তায় স্বজনরা, থানায় অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পুরাতন মটমুড়া গ্রামের আকাশ উদ্দিন নামের এক আদম ব্যবসায়ীর লোভনীয় ও মিথ্যা প্রলোভনে পড়ে সৌদি আরবে গিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ৭ যুবক।

সৌদির আকামাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় একটি ঘরে আটক অবস্থায় রয়েছেন তারা। সারাদিনে একবার খাবার পেলেও পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের কোনো মাধ্যম নেই। সৌদি আরবের বিভিন্ন স্থান থেকে পৃথক পৃথক ভিডিও বার্তায় তারা তাদের কষ্টের কথা জানিয়েছেন।

খোঁজখবর না পেয়ে স্বজনরাও এখন দিশেহারা। আদম ব্যবসায়ী মটমুড়া গ্রামের নাসির উদ্দিনের ছেলে আকাশ উদ্দিনের বিরুদ্ধে গাংনী থানা ও পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীদের পরিবার। শনিবার দুপুরে গাংনী থানায় এসে অভিযোগ করেন তারা।

অভিযোগে জানা গেছে, আরামদায়ক কাজ, ভালো বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার মিথ্যা প্রলোভনে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের বিদ্দুসের ছেলে লিংকন, জাহিদুল ইসলামের ছেলে সজিব, আনারুল ইসলামের ছেলে বাসারুল ইসলাম, কোদালকাটি গ্রামের সেলিম রেজার ছেলে তাইমুদ্দিন, সিন্দুরকোটা গ্রামের আজগর আলীর ছেলে শুরুজ আলি, মটমুড়া গ্রামের নাইম ও জিনারুল ইসলামসহ অনেক যুবককে সৌদি আরবে নিয়ে যান পুরাতন মটমুড়া গ্রামের নাসির উদ্দিনের ছেলে আকাশ উদ্দিন।

সিন্দুরকোটা, কোদালকাটিসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে ৭ মাস আগে প্রত্যেকের সঙ্গে সাড়ে ৫ লাখ টাকায় চুক্তি করে ৯ যুবককে সৌদি আরবে নিয়ে যান আকাশ। সেখানে নিয়ে গিয়ে তাদের একটি ঘরে আটকে রাখা হয়। পরে ওই যুবকদের পরিবারের কাছে আরও ৫০ হাজার টাকা দাবি করেন আকাশ। সন্তানের কষ্ট দেখে প্রত্যেক পরিবার আবারও ৫০ হাজার টাকা করে দেন। সেই টাকা নিয়ে সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরে আসেন আকাশ।

ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর অভিযোগ, আকামাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ঠিক করে কাজে লাগানোর কথা থাকলেও সাত মাস পার হয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত তাদের কোনো কাজ দেয়নি দালাল আকাশ। এখন পরিবারের সদস্যরা ছেলেদের খোঁজ নিতে আকাশের বাড়িতে গেলে তিনি তাদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং বিদেশে মেরে ফেলার হুমকি দেন।

ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা জানান, তাদের সন্তানরা এখন বিদেশের মাটিতে বোতল কুড়িয়ে বিক্রি করে জীবনযাপন করছেন। বিভিন্ন গোপন স্থান থেকে ভুক্তভোগী ৭ যুবক ভিডিও পাঠাচ্ছেন পরিবারের কাছে। দালালের লোকজন তাদের একটি ঘরে আটকে রেখে দিনে একবেলা খাবার দিচ্ছে। তারা এখন মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

সন্তানের ছবি বুকে নিয়ে কাঁদছেন মা-বাবা ও স্বজনরা। তারা নিজেদের সন্তানদের চুক্তিমতো কাজ ও ভালো বেতন নিশ্চিত করার পাশাপাশি মানব পাচারকারী আকাশ দালালের বিচার দাবি করেছেন। গত শনিবার গাংনী থানায় পৃথকভাবে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা। এছাড়া মেহেরপুরের পুলিশ সুপারের কাছেও অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে আকাশ উদ্দিন বলেন, “তাদের আমি বিদেশে পাঠিয়েছি। আমি সৌদি আরবে ছিলাম, এখন বাড়িতে চলে এসেছি। তবে তারা কষ্টে নেই। চুক্তি অনুযায়ী তাদের তিন মাসের আকামা করে দিয়েছি।”

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উত্তম কুমার জানান, পাঁচজন ভুক্তভোগী থানায় এসে আকাশ নামের এক আদম ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেছেন। ভুক্তভোগীদের আবেদনের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হবে।

মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় বলেন, বিদেশে নিয়ে যেসব যুবকদের হয়রানি করা হচ্ছে, তাদের পরিবার অভিযোগ দিলে ভুক্তভোগীদের সর্বাত্মক সহায়তা দেওয়া হবে।

গাংনীতে এপেক্স বাংলাদেশের ডিজি-০৬ এর পালাবদল ও স্কুলিং অনুষ্ঠিত

এপেক্স বাংলাদেশের ডিজি-০৬ এর পালাবদল ও স্কুলিং অনুষ্ঠান জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার গাংনীর কার্নিভাল রেস্টুরেন্টে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এপেক্সিয়ান জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং সঞ্চালনা করেন ডিজি-০৬ এর গভর্নর রফিকুল আলম বকুল।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এপেক্স বাংলাদেশের জাতীয় সভাপতি আবু নাঈম মোঃ মাকসুদুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সন্ধানী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবু জাফর, গাংনী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন এবং এপেক্স বাংলাদেশের লাইফ গভর্নর আশরাফুল হক মানিক।

সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এপেক্স বাংলাদেশের এনওয়াইসিডি আসাদুজ্জামান খোকন, এনএসডি শাহনেওয়াজ পারভিন সেতু, এনএডি জুয়েল চৌধুরী এবং এপেক্সিয়ান কবীর আহমেদ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ আমিরুল ইসলাম, তেরাইল জোড়পুকুরিয়া ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ জিনারুল ইসলাম, কলেজ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবু সায়েম পল্টু,

প্রধান শিক্ষক সৈয়দ জাকির হোসেন, রফিকুল ইসলাম ও হেলালউদ্দীন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন এপেক্স বাংলাদেশের ন্যাশনাল সেক্রেটারি ফিরোজ আহমেদ নিশান, এপেক্স ক্লাব অব মাদারীপুরের সভাপতি এইচ এম হাবিবুর রহমান, এপেক্স ক্লাব অব মিরপুরের সভাপতি মরিয়ম আক্তার মুক্তা এবং এপেক্স ক্লাব অব মাদারীপুরের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান মুক্তা।

অনুষ্ঠানে এপেক্স ক্লাব অব মেহেরপুরের সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

সভায় এপেক্স ক্লাব অব মেহেরপুরের ২০২৬ সালের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। এতে সভাপতি হিসেবে জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মইনুল ইসলাম মিন্টু নির্বাচিত হন। পরে সংগঠনের সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান ডিজি-০৬ এর গভর্নর রফিকুল আলম বকুল।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় সভাপতি আবু নাঈম মোঃ মাকসুদুর রহমান এপেক্স বাংলাদেশের ইতিহাস, কার্যক্রম ও সাংগঠনিক পরিচালনা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, এপেক্স সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে এবং সুনাগরিক গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে শিক্ষকদের সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, শিক্ষকদের অংশগ্রহণে সংগঠনের কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে। পাশাপাশি সমাজের কম সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষের কল্যাণে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

শেষ সময়ে ব্যস্ত মেহেরপুরের কামারপাড়া

আসন্ন পবিত্র ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে ব্যস্ত সময় পার করছেন মেহেরপুরের কামারশিল্পীরা। বছরের অধিকাংশ সময় কাজের অভাবে অলস সময় কাটালেও কোরবানির মৌসুম এলেই জমে ওঠে কামারপাড়া। সকাল থেকে

গভীর রাত পর্যন্ত কামারশালাগুলোতে হাতুড়ির টুংটাং শব্দে মুখর হয়ে উঠছে পরিবেশ।

মেহেরপুর সদর, গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এখন দা, বঁটি, ছুরি, চাপাতি, হাসুয়াসহ কোরবানির কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম তৈরিতে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন কামাররা। কেউ নতুন সরঞ্জাম তৈরি করছেন, আবার কেউ পুরোনো জিনিসে শান দিয়ে ব্যবহার উপযোগী করছেন।

মেহেরপুর শহরের কাশ্যবপাড়ার কামার সুনিল বলেন, “ঈদকে সামনে রেখে অনেকেই নতুন দা, ছুরি ও বঁটির অর্ডার দিচ্ছেন। আবার অনেকে পুরোনো জিনিস শান দিয়ে নিচ্ছেন। এই সময়টাতেই আমাদের কাজের চাপ সবচেয়ে বেশি থাকে।”

আরেক কামার নবীন সরকার জানান, “সারা বছর মোটামুটি কাজ হয়। তবে কোরবানির ঈদে বিক্রি কয়েকগুণ বেড়ে যায়। তখন আয়ও ভালো হয়।”

তবে কাজ বাড়লেও বাড়েনি লাভের পরিমাণ। কামারদের অভিযোগ, কয়লা ও লোহার দাম বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদন খরচ অনেক বেড়েছে। প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কিনতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তাদের।

শীলা-নোড়া কোটানোর কারিগর রহমত আলী বলেন, “আগে বাড়িতে শীলা- নোড়া ব্যবহার হতো বেশি। এখন মানুষ প্যাকেটজাত মসলা ব্যবহার করে। ফলে আগের মতো কাজ নেই।”

স্থানীয় বাজার থেকে লোহা কিনে তা আগুনে পুড়িয়ে বিভিন্ন সরঞ্জাম তৈরি করছেন কামাররা। স্থানীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পাইকাররাও এসব পণ্য কিনে নিয়ে যাচ্ছেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলার কামারশিল্পী আলাউদ্দিন বলেন, “আগে কামারদের অনেক কদর ছিল। এখন মেশিনে তৈরি আধুনিক যন্ত্রপাতির কারণে মানুষ আমাদের তৈরি জিনিসের প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে। হয়তো একসময় এই পেশাই হারিয়ে যাবে।”

কামারশিল্পী আলমগীর বলেন, “বংশ পরম্পরায় আমরা এই কাজ করে আসছি। আগে সারা বছর কাজের ব্যস্ততা থাকতো। এখন শুধু কোরবানির সময়ই কিছুটা কাজ বাড়ে।”

জেলার বিভিন্ন এলাকায় এখনও প্রায় পাঁচ শতাধিক কামার পরিবার এই পেশার সঙ্গে জড়িত। অনেকেই অভাব-অনটনের মধ্যেও পূর্বপুরুষের পেশা

টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন।

কামারশিল্পীদের দাবি, সরকারি সহযোগিতা ও সুদমুক্ত ঋণের ব্যবস্থা করা হলে এই ঐতিহ্যবাহী শিল্প আবারও ঘুরে দাঁড়াতে পারে। তাদের আশা, ঈদের শেষ মুহূর্তে কোরবানির সরঞ্জাম কিনতে মানুষের ভিড় বাড়বে এবং কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরবে কামারপাড়ায়।

গাংনীতে ভিজিএফের চাল বিতরণ নিয়ে উপজেলা জামায়াতের সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নে ভিজিএফের চাল বিতরণ কার্যক্রমে অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি ও সন্ত্রাসী আচরণের অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলন করেছে গাংনী উপজেলা জামায়াতে ইসলামী।

বুধবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলা জামায়াতের কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন উপজেলা জামায়াতের আমির রবিউল ইসলাম। তিনি অভিযোগ করে বলেন, ষোলটাকা ইউনিয়নের বর্তমান প্যানেল চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুনের স্বামী আবুল হোসেন কোনো নির্বাচিত প্রতিনিধি বা সরকারি কর্মচারী না হয়েও ভিজিএফের চাল বিতরণ কার্যক্রমে প্রভাব বিস্তার করছেন এবং পুরো বিতরণ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করছেন।

তিনি আরও বলেন, বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পরিষদে গিয়ে তালিকা প্রণয়নে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে স্থানীয় জামায়াত নেতাকর্মীদের পক্ষ থেকে দুইজন প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ জানানো হয়। তবে এ প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং জামায়াত নেতাকর্মীদের উদ্দেশে অশালীন ও উসকানিমূলক মন্তব্য করা হয় বলে দাবি করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে আরও বলা হয়, এই দাবির প্রেক্ষিতে একপর্যায়ে

প্যানেল চেয়ারম্যানের ছেলে লাঠিসোঁটা ও দেশীয় অস্ত্র আনার নির্দেশ দেন এবং সন্ত্রাসী আচরণ করেন। এতে সেখানে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে আলোচনা শেষে তারা আমাদের দুইজন প্রতিনিধির নাম লিখে দিতে বলেন। আমরা সে অনুযায়ী লিখিতভাবে নাম প্রদান করি।

তবে এরপরও তাদের সহযোগী ক্যাডার বাহিনী আমাদের নেতাকর্মীদের ওপর অতর্কিতভাবে চড়াও হয়ে কয়েকজন কর্মীকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত ও আহত করে বলে অভিযোগ করা হয়।

এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে ভিজিএফ বিতরণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন তারা।

অন্যদিকে, প্যানেল চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুনের পক্ষ থেকে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলোকে সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দাবি করা হয়েছে। জামায়াতের দাবি, ঘটনাটি ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমির রবিউল ইসলাম, সেক্রেটারি জাহাঙ্গীর আলম, ষোলটাকা ইউনিয়ন জামায়াতের আমির বেলাল হোসেনসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা।

ফেসবুকে ভিডিও পোস্ট নিয়ে মানহানির আশঙ্কা, গাংনী থানায় সাধারণ ডায়েরি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় ফেসবুকে একটি ভিডিও পোস্টকে কেন্দ্র করে মানহানির আশঙ্কার অভিযোগ তুলে থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন এক ব্যক্তি।

গতকাল বুধবার গাংনী থানায় লিখিত এ আবেদন করেন উপজেলার ঢেপা

গ্রামের বাসিন্দা ও এনটিভি মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি মোঃ রেজ-আন-উল বাসার (তাপস)।

জিডি আবেদনে তিনি উল্লেখ করেন, গত ১৬ মে সকাল আনুমানিক ১০টার দিকে “1xViral Video Taposh” নামের একটি ফেসবুক আইডি থেকে তাকে নিয়ে একটি ভিডিও পোস্ট করা হয়। ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারের ফলে তার ব্যক্তিগত সুনাম, সামাজিক মর্যাদা ও পেশাগত ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়।

আবেদনকারী অভিযোগ করেন, ভিডিওটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রচার করা হয়ে থাকতে পারে, যা তাকে সামাজিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন করার পাশাপাশি ব্যক্তিগত ও পেশাগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এ ঘটনায় বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গাংনী থানার হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়েছে।

এ বিষয়ে গাংনী থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, লিখিত আবেদন পাওয়া গেছে। অভিযোগটি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে ভিজিএফের চাল বিতরণে উত্তেজনা, জামায়াত নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদে ভিজিএফের চাল বিতরণকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। এ ঘটনায় ইউপি সদস্যদের ওপর হামলা ও ভিজিএফের চাল ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে জামায়াত নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে।

বুধবার পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে অসহায় ও দরিদ্র মানুষের মাঝে

সরকারের বরাদ্দকৃত ১০ কেজি করে ভিজিএফের চাল বিতরণের সময় এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা।

ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন অভিযোগ করেন, দরিদ্রদের জন্য বরাদ্দকৃত চালের একটি অংশ জামায়াতের কিছু নেতাকর্মী দাবি করেন। দাবি পূরণ না হওয়ায় ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

ইউনিয়ন পরিষদের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য সুজাউদ্দিন বলেন, “দুঃস্থদের জন্য বরাদ্দকৃত চাল জামায়াত নেতাদের না দেওয়ায় তারা আমার ওপর হামলা চালায়।”

তিনি আরও বলেন, “যদি তাদের তালিকাভুক্ত কোনো দুস্থ ব্যক্তি থাকত, তাহলে নাম দিলে যাচাই-বাছাই করে চাল দেওয়া হতো। কিন্তু কোনো তালিকা ছাড়াই জোরপূর্বক চাল নেওয়ার চেষ্টা করা হয়।”

স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দার দাবি, ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে একপর্যায়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে কিছু ব্যক্তি জোরপূর্বক চাল নেওয়ার চেষ্টা করেন। পরে স্থানীয়দের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

ঘটনার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। তবে অভিযোগের বিষয়ে তাৎক্ষণিক মন্তব্য এড়িয়ে যান গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস।

এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আনোয়ার হোসেনের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি কল রিসিভ করেননি।

অভিযোগের বিষয়ে জামায়াতের স্থানীয় নেতাদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। বক্তব্য পাওয়া গেলে তা প্রকাশ করা হবে।

গাংনীতে ফের বোমা সদৃশ বস্তু ও চিরকুট উদ্ধার, বাড়ছে আতঙ্ক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় আবারও বোমা সদৃশ বস্তু ও চিরকুট উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে। গত কয়েক মাসে জেলার বিভিন্ন স্থানে একাধিকবার এমন বস্তু উদ্ধারের পর নতুন এ ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

আজ বুধবার সকালে গাংনী উপজেলার চর গোয়াল গ্রামে জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এ কে এম শফিকুল আলমের বড় ভাই আতিকুর রহমান হানিফের বাড়ির সামনে থেকে একটি বোমা সদৃশ বস্তু ও চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আতিকুর রহমান হানিফ উপজেলার চর গোয়াল গ্রামের সদরপাড়ার বড় মসজিদপাড়া এলাকার রিয়াজ উদ্দিন মণ্ডল (ইজোদ্দি মণ্ডল) এর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে হানিফের বাড়ির মূল ফটকের সামনে একটি পলিথিন ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসীর সন্দেহ হয়। পরে ব্যাগের ভেতরে লাল টেপে মোড়ানো বোমা সদৃশ বস্তু ও একটি চিরকুট দেখতে পেয়ে তারা পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে গাংনী থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বস্তুটি ও চিরকুট উদ্ধার করে নিজেদের হেফাজতে নেয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস বলেন, “খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। বোমা সদৃশ বস্তু ও একটি চিরকুট উদ্ধার করা হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও আটকের চেষ্টা চলছে।”

উল্লেখ্য, গত কয়েক মাসে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় একাধিকবার বোমা সদৃশ বস্তু, চিরকুট ও রহস্যজনক প্যাকেট উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে। অধিকাংশ ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ালেও তদন্ত শেষে কিছু ক্ষেত্রে বিস্ফোরক না থাকার তথ্য পাওয়া গেছে। তবে ধারাবাহিক এসব ঘটনায় জনমনে উদ্বেগ বাড়ছে।

মেহেরপুরের কালীগাংনীতে ঘরের তালা ভেঙে টাকা চুরি

মেহেরপুর সদর উপজেলার কালীগাংনী গ্রামে দিনে-দুপুরে ঘরের তালা ভেঙে সেলিম রেজা নামের এক কৃষকের টাকা চুরির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় টাকা চুরির সঙ্গে জড়িত সন্দেহে স্থানীয়রা রুমেল নামের এক যুবককে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন।

তবে টাকা চুরির ঘটনার সত্যতা স্বীকার করলেও ওই যুবককে ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। গতকাল রোববার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।

কালীগাংনী মধ্যপাড়ার বাসিন্দা সেলিম রেজা জানান, কালীগাংনী গ্রামের ইকরামুলের ছেলে রুমেল, জুল্লুর ছেলে জুয়েল এবং শ্যামপুর গ্রামের আসাদুলের ছেলে আসিফ তার অনুপস্থিতিতে ঘরে প্রবেশ করে ড্রয়ারের তালা ভেঙে ৮০ হাজার টাকা নিয়ে যায়। তালা ভেঙে টাকা চুরির ঘটনা এক শিশু দেখে সেলিম রেজাকে জানায়। পরে স্থানীয়রা রুমেলকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে চুরির ঘটনা স্বীকার করে এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদের নাম প্রকাশ করে।

স্থানীয়রা সদর উপজেলার বৈকুণ্ঠপুর পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জকে বিষয়টি অবহিত করলে ক্যাম্পের এসআই হোসেন আলী ঘটনাস্থলে এসে রুমেলকে ক্যাম্পে নিয়ে যান।

টাকা চুরির বিষয়টি স্বীকার করলেও রুমেলকে আদালতে সোপর্দ না করে ছেড়ে দেওয়ায় হতাশা প্রকাশ করেছেন ভুক্তভোগী সেলিম রেজা ও স্থানীয়রা। এদিকে রুমেলকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের একটি ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। ওই ভিডিওতে গ্রাম্য মাতবরদের সামনে তাকে টাকা চুরির বিষয়টি স্বীকার করতে শোনা যায়।

এ বিষয়ে বৈকুণ্ঠপুর পুলিশ ক্যাম্পের এসআই হোসেন আলীর সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

[redacted]

[redacted]